চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশের সমাজও এ বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের পরিবর্তন এদেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ণ নারীর ভূমিকায় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সমাজ জীবনের এ পরিবর্তনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। এ অধ্যায়ে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা, বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের কারণ, গ্রাম ও শহরভেদে এ পরিবর্তনের প্রভাব এবং নারীর ভূমিকার পরিবর্তন সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বাংলাদেশে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সামাজিক পরিবর্তনজনিত অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হব;
- সামাজিক পরিবর্তনজনিত বিষয়ে সচেতন হব।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামো ও এর কার্যাবলির পরিবর্তনকে বোঝায়। প্রতিটি সমাজের মৌল কাঠামো গড়ে উঠে সে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষের সম্পর্কের মাধ্যমে। আবার এই কাঠামোর সাথে গড়ে ওঠে কতকগুলো উপরি কাঠামো, যেমন– আইন-কানুন, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি। সুতরাং সমাজের মৌল ও উপরি কাঠামোর পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার পরিবর্তন'। ম্যাকাইভার বলেন, 'মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন।' অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের আচার-আচরণের পরিবর্তন। সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। মোটকথা, সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে কোনো জাতির জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় কখনো মন্থর গতিতে আবার কখনো দ্রুতগতিতে। এই পরিবর্তনের প্রভাব অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ এমনকি সনাতন জীবন ব্যবস্থাকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। সমাজের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড লাভ করে নতুন গতি। উন্মুক্ত হয় জ্ঞান–বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা ও কলাকৌশল। সৃষ্টি হয় নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা এবং শুরু হয় নতুন সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান এবং এর প্রভাব

বাংলাদেশের সমাজিক পরিবর্তন দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমাজের এ ক্ষেত্রসমূহে পরিবর্তনের মূলে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কতকগুলো উপাদান। নিম্নে এ উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো।

১. প্রাকৃতিক উপাদান : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিগত অবস্থান সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। ধীর এবং আকস্মিক ভৌগোলিক পরিবর্তন, জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলে এবং সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এদেশে নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, টর্নেডো, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন প্রতিদিনের ঘটনা। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। তখন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে থাকে, যেমন– নদীভাঙন এ দেশের শহরাঞ্চলে বস্তি সৃষ্টির একটি কারণ। বস্তিতে অল্প জায়গায় অনেক মানুষ বসবাস, নাগরিক সুবিধার অভাব ও পুরানো সমাজ পরিবারের সুরক্ষা না থাকাতে নানান সমস্যার জন্ম নিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি বহু কার্যক্রম গ্রহণ করায় শহুরে সমাজে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। মানুষ এসব সমস্যা মোকাবিলায় নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে সামাজের পরিবর্তন সাধন করে।

২. জৈবিক উপাদান : জৈবিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জন্ম ও মৃত্যুহার, গড় আয়ু, জনসংখ্যার ঘনত্ব, জনসংখ্যার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার মান নিয়েই জৈবিক উপাদান। মানুষের জৈবিক অবস্থার পরিবর্তন, যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, স্থানান্তর অথবা ঘনত্বের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস সমাজকাঠামো পরিবর্তন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না বাড়ায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য বেকারত্ব, শিশুশ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মতো নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

> **কাজ**
> দলগত : দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রাকৃতিক উপাদানের প্রভাব ও পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত কর।
> একক : যে কোনো একটি জৈবিক উপাদান চিহ্নিত কর এবং সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৩. সাংস্কৃতিক উপাদান : সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে। যে কোনো সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, মানুষের মূল্যবোধের পার্থক্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের ভিন্নতা প্রভৃতি। এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতি লালিত প্রতিষ্ঠান। এসব সমাজের মধ্যে নানা রকমের পরিবর্তন সৃষ্টি করে, যেমন– ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বাংলার সমাজব্যবস্থার উপরে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া ভ্রমণকাহিনি পাঠ, বিদেশ ভ্রমণ, অন্যান্য দেশের জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এসবই সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। হজরত মুহম্মদ (সা.), গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রিষ্ট প্রমুখ মহামানব মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন মূল্যবোধ, নতুন আদর্শ, যা সে সময়ে সমাজে নানামুখী পরিবর্তন সূচনা করেছিল। বাংলাদেশের শহরগুলোর দিকে তাকালেও বোঝা যায় একাধিক সংস্কৃতির মিশ্ররূপ। প্রযুক্তি, মিডিয়া, নিউ মিডিয়ার প্রভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও মিশ্রণ ঘটে।

৪. শিক্ষা : সামাজিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ উপাদান হলো শিক্ষা। শিক্ষা হলো একধরনের সংস্কার সাধন ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আগের অবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় নিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বাংলাদেশের সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার জনগণের মধ্যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করেছে যা তাদের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এর ফলে দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সৃষ্টি হয়েছে বহু সামাজিক নীতি ও আইন। যৌতুক আইন, পারিবারিক আইন, নারী উন্নয়ন নীতি প্রভৃতি শিক্ষার ফসল। নারী শিক্ষা নারীকে কর্মমুখী করেছে। এতে নারীর ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতি সমাজে পরিবর্তন এনেছে।

৫. প্রযুক্তি : প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। প্রযুক্তির প্রচলন ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিক গঠন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে বেতারের আবিষ্কার সামাজিক জীবনে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনীতি এবং অন্যান্য আরও বহু ধরনের সামাজিক কাজকে প্রভাবিত করেছে। মোটর গাড়ি আজ সামাজিক সম্পর্কের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। প্রযুক্তির ক্রমোন্নতিতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দু'ধরনের ফলাফল দেখতে পাই। একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ। কতকগুলো সামাজিক পরিবর্তন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, যেমন-শ্রমিকের নতুন নতুন সংগঠন, সামাজিক যোগাযোগ পরিধির বিস্তৃতি, বিশেষ কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন, গ্রামীণ জীবনের ওপর নাগরিক জীবনের প্রভাব প্রভৃতি। এগুলো প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব। আর বেকারত্ব বৃদ্ধি, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে ব্যবধান, প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রযুক্তি পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাব। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে উন্নত জাতের বীজ, সেচ, সার প্রয়োগের ফলে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের দেশে এখন মৎস্য চাষে নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। চিংড়ি চাষে অভাবনীয় পরিবর্তন, সমন্বিত মাছ চাষ, গবাদিপশুর প্রজনন, গরু মোটাতাজাকরণ প্রভৃতি প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ ফসল। প্রযুক্তি কৃষি খামার অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন সংস্থা। এসব সংস্থা গ্রামীণ কৃষির পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন সাধন করেছে। কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, যা সমাজ থেকে ক্ষুধার কষ্ট লাঘব করেছে।

> **কাজ**
> **একক** : সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাবে সৃষ্ট পরিবর্তনগুলোর একটি ছক তৈরি কর।
> **দলগত** : সামাজিক পরিবর্তনে কৃষি প্রযুক্তির ভূমিকা চিহ্নিত কর।

৬. যোগাযোগ : যে দেশের যোগাযোগ মাধ্যম যত উন্নত সে দেশের অর্থনীতিও তত উন্নত। যোগাযোগ সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম উপাদান। জল, স্থল ও আকাশপথে যোগাযোগ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ডিশ অ্যান্টেনা, মোবাইল ফোন, রেডিয়ো,টেলিভিশন, বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকা প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। আজকাল ঘরে বসে বিশ্বের সকল দেশের সাথে যোগাযোগ করা যায়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঠাগার ঘরে বসে ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনীয় গ্রন্থ নির্বাচন করে পড়াশুনা করা যায়। যোগাযোগের এ অভাবনীয় পরিবর্তনের ফলে ঘরে বসে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করছে। পড়াশোনার জন্য বিদেশে যাচ্ছে।

সম্প্রতি মোবাইল প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের ব্যবহার সমাজ ও দেশকে উন্নয়নের পথে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছে। দূর প্রবাসে থাকা সন্তান, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন এক মুহূর্তেই একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে।

৭. **শিল্পায়ন ও নগরায়ণ :** শিল্পায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা শিল্পভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতি ও সমাজে রূপান্তারিত হয়। শিল্পায়নের ফলে নগরায়ণ ঘটে। ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণজীবন ছেড়ে নগরজীবন পদ্ধতি গ্রহণের প্রক্রিয়াই নগরায়ণ। বাংলাদেশে স্বাধীনতাউত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটেছে। এর মধ্যে পোশাক, ঔষধ, চা, চিনি, সুতা, কাগজ, তামাক, বিস্কুট, প্রসাধনী ও সাবান শিল্প প্রধান। শিল্প প্রসারের ফলে বেকারত্ব ঘুচাতে গ্রামের অনেক দক্ষ–অদক্ষ শ্রমিক নগরমুখী হচ্ছে এবং নগরজীবন গ্রহণ করছে। বর্তমানে শুধু পোশাকশিল্পেই ৪০ লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করছে। মজুরি কমিশন গঠন করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করায় ১৯৯০ সালের পূর্ববর্তী শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এই পরিবর্তন মজুরি কমিশনের নিয়মিত কাজ।

শিল্পায়নের ফলে আমাদের সমাজ জীবনে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। এদেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অধিকহারে উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির মূলে রয়েছে শিল্পায়ন। শিল্পায়নের ফলে শিল্পের স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া সূচিত হয়ে নগরায়ণের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে খুলনার খালিশপুর, চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ড, সিলেটের ছাতক প্রভৃতি আজ শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। এতে ভৌগোলিক দূরত্ব কমে গেলেও সামাজিক এবং আর্থিক দূরত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরুষ, নারী এক সাথে কাজ করছে। শিল্প শ্রমিকেরা অধিকাংশ সময় কাটায় সহকর্মীদের সাথে। কর্মক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনের প্রভাব ব্যক্তির সমগ্র জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তির জীবনদর্শন, আচার–আচরণ, মানসিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পনগরীর বাসস্থান স্বল্পতা, স্বল্প মজুরি ইত্যাদি কারণে পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে একসাথে বসবাস করা সম্ভব হয় না। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। আবার পারিবারিক সংগঠনে বিবাহবিচ্ছেদ, শিশু–কিশোরদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে সমস্যা, প্রবীণদের নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ প্রবণতাসহ বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। আমাদের দেশের শহরে বস্তির উদ্ভব এ শিল্পায়নের ফসল। যেসব স্থানে পোশাকশিল্প, চামড়াশিল্প, চুড়িশিল্প, তামাক–বিড়িশিল্প গড়ে উঠেছে সেসব স্থানে বস্তির উদ্ভব হয়েছে। অপ্রতুল নাগরিক সুবিধা, বৈষম্য বস্তিগুলো সামাজিক জীবনে দ্বন্দ্ব–সংঘাতের, পরিবেশ সৃষ্টি করে। অপরাধ, কিশোর অপরাধের মতো বহু সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা আবার অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে, কঠিন করেছে নগরজীবনকে। শিল্পায়ন শহর অর্থনীতিতে একদিকে যেমন আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপও। তবে সমন্বিত প্রচেষ্টায় অভিশাপ দূর করা সম্ভব।

সামাজিক পরিবর্তন এবং নারীর ভূমিকা

বাংলাদেশে শিল্পের ক্রমোন্নতি নারীর সামাজিক জীবন ও মর্যাদার ক্ষেত্রকে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছে। শিল্পের প্রসার আজ নারীকে গৃহের সীমিত পরিবেশ থেকে বাইরের কর্মমুখর জগতে টেনে এনেছে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী আগের তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। নারীরা এখন শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। নারীরা ব্যাপক সংখ্যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশ ব্যাপী কলেজগুলোতে স্নাতক (সম্মান), স্নাতক (পাশ), স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়ালেখা করছে। তারা এখন উচ্চশিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। নারী শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ায় গ্রামীণ মেয়েরা আগের চেয়ে পড়াশোনার সুযোগ বেশি পাচ্ছে। তাছাড়া নারী শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে, যা গ্রামীণ নারী শিক্ষাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। এখন গ্রামীণ সমাজের মানুষ ছেলে শিক্ষার্থীর পাশাপাশি কন্যা শিশুর শিক্ষাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা ও এইচএসসি পরীক্ষায় নারী শিক্ষার্থীরা ফলাফলে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

নারী শিক্ষার অগ্রগতি

> **কাজ**
> দলগত : শহর ও গ্রামাঞ্চলের নারীর ভূমিকার পরিবর্তনের কারণসমূহ চিহ্নিত কর।
> একক : শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর ভূমিকার পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধর।

নারী এখন শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছে। এক সময় নারী শুধু গৃহস্থালি কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তারা বাংলাদেশের শহর এলাকায় পোশাক শিল্প, ঔষধ তৈরির কারখানা, টেলিফোন ও টেলিযোগাযোগ শিল্প, পাট, চা, কাগজ শিল্প, স্থাপত্যশিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি শিল্প ও কল-কারখানায় চাকরি করছে। তাছাড়া শিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন পেশা, যেমন – চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা, পুলিশ, বিচারবিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। সরকারি চাকরিতে প্রশাসন, পুলিশ, ডাক, সমবায়, আনসারসহ প্রায় সবগুলো ক্যাডারে নারীদের বিরাট একটা অংশ চাকরি করছে। সেনাবাহিনীতেও নারীদের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। আমাদের গ্রাম পর্যায়ে নারীরা সরকারি সংস্থা কিংবা বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এ কর্মসংস্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, নার্সারি, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, মধু চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, টেইলারিং, ফল-মূলের ব্যবসা প্রভৃতি। তাদের আয়ে সংসার চলছে, সন্তান পড়াশোনা করছে, পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। আবার এসব নারী পুরুষের পাশাপাশি বহু সামাজিক দায়িত্বও পালন করছে। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর ভূমিকার এই পরিবর্তন নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে। নারীকে করেছে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

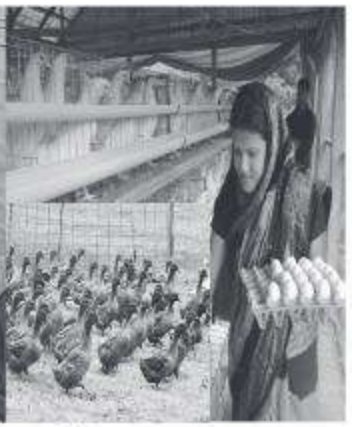

আত্মকর্মসংস্থানে নারী

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিল্পায়ন কী?

২. নারীর ক্ষমতায়নকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৩. সামাজিক পরিবর্তন কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক পরিবর্তন কীভাবে নারীকে ক্ষমতায়ন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে–ব্যাখ্যা কর।

২. গ্রামীণ কৃষির পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক উপাদান?

ক. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব

খ. জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি

গ. সমবায় আন্দোলন

ঘ. পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণ

২. নগরায়ণ কী?

ক. গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নগর জীবন গ্রহণ প্রক্রিয়া

খ. শিল্প সম্প্রসারণের ধারাবাহিক উপায়

গ. নগর সভ্যতা গড়ে তোলার পদ্ধতি

ঘ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

৩. বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কারণ হলো–

i. বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

ii. মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা

iii. উপবৃত্তি কার্যক্রমের প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

চন্দননগর একসময় নারী শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। বিদ্যালয়গুলোতে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছেলে শিক্ষার্থীর অর্ধেকেরও কম ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলে বিদ্যালয় উপস্থিতি, পরীক্ষায় কৃতিত্ব ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক এগিয়ে।

৪. চন্দননগরে নারী শিক্ষার পরিবর্তনের কারণ–

i. পিতা-মাতার সচেতনতা বৃদ্ধি

ii. সরকারি-বেসরকারি পদক্ষেপ

iii. প্রযুক্তির উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. চন্দননগরে নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতার কারণ–

i. অজ্ঞতা ও অশিক্ষা

ii. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা

iii. আর্থ–সামাজিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মহাত্মা গান্ধীর 'সর্বদয়া' আন্দোলন এক সময়ে ভারতের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে জীবনমুখী করেছিল। বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা সিডিএম উক্ত কর্মসূচির অনুরূপ 'শ্রমদানা' কার্যক্রম গ্রহণ করে বগুড়ার অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে কাজ করছে, যা বগুড়ার বিভিন্ন গ্রামে নানামুখী পরিবর্তন সাধন করেছে। এ অঞ্চলে এখন যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নেই বললেই চলে। এখানে বহু নারী উন্নয়ন সংঘ এখন জনসংখ্যারোধ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে কাজ করে সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

ক. সামাজিক পরিবর্তন কী?

খ. বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. 'সর্বদয়া' ও 'শ্রমদানা' কার্যক্রমের প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানের প্রভাবের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প নারীর ভূমিকার পরিবর্তনে সমাজ জীবনে কী প্রভাব ফেলেছে? বিশ্লেষণ কর।

২.

ছক : ক

ছক : খ

ক. 'মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন' – উক্তিটি কার?

খ. 'শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান' –ব্যাখ্যা কর।

গ. ছক 'ক' এ নির্দেশকসমূহে যে উপাদানটির প্রভাব রয়েছে সমাজে এর ইতিবাচক দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছক 'খ' এ নির্দেশকসমূহের উপাদানটির একদিকে আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপ–তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি দাও।